# বিধবার বিবাহ

হওয়া উচিত কি, না?

———***———

"With social sympathy, though not allied,
Is of more worth than a thousand kinsmen."
Euripides—Orestes, 805 (Ramage, 133.)

মহারাজ-কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব
প্রণীত।

———**———

এই পুস্তিকা—৯ নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, অথবা
২৫নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত কুমার অরবিন্দকৃষ্ণ দেবের নিকট পাইবেন।

১৯১০

[All rights reserved.]

# বিধবার বিবাহ

হওয়া উচিত কি, না ?

——***——

" With social sympathy, though not allied,
Is of more worth than a thousand kinsmen."
Euripides—Orestes, 805 (Ramage, 133.)

মহারাজ-কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব
প্রণীত ।

——**——

এই পুস্তিকা—৯ নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, অথবা
২৫নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত কুমার অরবিন্দকৃষ্ণ দেবের নিকট পাইবেন।

১৯১০

[ All rights reserved. ]

12 JAN 11

Printed & Published by

B. B. Chakraburtty at the "Hitabadi" Press,

70, *Colootola Street, CALCUTTA.*

# ভূমিকা।

"With social sympathy, though not allied,
Is of more worth than a thousand kinsmen"
Euripides Orestes, 805 ( Dr Ramage. 133 )

অর্থাৎ সামাজিক সমবেদনা, যদিও সন্ধিসূত্রে মিত্র নহে—সহস্র জ্ঞাতি অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্।

ইউরিপিডিজ্ ওরেস্টেস্ ৮০৫

বিগত ১৯১০ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতার ওভারটুন হলে বিধবা-বিবাহ-মীমাংসার্থ একটী মহাসভা হইয়াছিল। ৺মহারাজা বাহাদুর স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব কে, সি, আই, ইর পুত্র ও ৺রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কে, সি, এস, আই, এর ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজ কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব সেই সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতাতে বলেন, "আজ আমরা এই পবিত্র মন্দিরে সমবেত হইয়াছি, ইহা অতি আহ্লাদের বিষয়। আমরা সকলে দেখিতেছি, এই গৃহাভ্যন্তরের প্রবেশদ্বারের উপর লিখিত রহিয়াছে যে, "প্রার্থনা-শক্তি দ্বারা ক্রীত"। আমাদিগের উদ্যম সফল করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে জগদীশ্বরের সাহায্য প্রার্থনীয়। যদ্যপি এই গৃহ প্রার্থনাশক্তি দ্বারা ক্রয় হইতে পারে, তবে আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে, আশা হয়, তিনি আমাদিগের এই পুন প্রথা প্রত্যানয়ন করিবার পবিত্র উদ্যমে, আশীর্ব্বাদ করিবেন। জগদীশ্বরকে জানিতে হইলে প্রথম বিনয় শিক্ষা করিতে হয়।

আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, উহা কিরূপে উপলব্ধি হইবে। আমাদিগের দুর্বলতা ও ক্ষুদ্রতা হৃদয়ে সম্যক্ ধারণা করা চাই। আমাদিগের ক্ষমতা, জ্ঞান ও ওজস্বিতার সঙ্কীর্ণতা অনুভব করা চাই। আমাদিগের ইহাও অনুভব করা আবশ্যক যে, আমরা আমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর প্রবল শক্তি দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া আছি। আমরা পীড়িত হইলে নীরোগ হইবার ইচ্ছা করি, কিন্তু আরোগ্য আমাদের আজ্ঞায় তো আসে না। গ্রীষ্মকালে আমরা উষ্ণতা অনুভব করি। তখন ইচ্ছা হয় যে, প্রাতঃকালের সুশীতল সমীরণ বহুক, কিন্তু তাহা তো আমরা পাই না। শীতকালে অত্যধিক শীতে যখন আমাদের কষ্ট হয়, তখন আমরা গ্রীষ্মকালের নাতি-শীতোষ্ণতা অভিলাষ করি, কিন্তু কই, আমরা তো তাহা পাই না। যদ্যপি আমরা হৃদয়ের এই ভাবের দ্বারা চালিত হইতাম, তাহা হইলে আমরা সহজেই নৈরাশ্যের বশবর্ত্তী হইতাম। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি যে, অনিবার্য্য শক্তি আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে না। অলৌকিক বস্তুর সহিত আমরা একসম্বন্ধ আনিতে পারি এবং জগদীশ্বরের বিশেষ লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, তিনি ন্যায়-পরতার ও স্নেহের ঈশ্বর।

গুরুগণকে আহ্বান করিবার পূর্ব্বে আপনাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করাইতে চাই যে, আপনারা নিন্দা, ক্রোধ ও মিথ্যা পরিত্যাগ করুন। আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই বিষয়ে তর্ক করিতে মিথ্যা কি হইতে পারে? তাহাই মিথ্যা উক্তি—যিনি বলেন বিধবারা পুনর্বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক অথবা তাহারা সকলেই বিবাহ করিতে ইচ্ছুক; এবং বৈধব্য দশায় দেবী সর্ব্বাবিষ্ট ও সেবা অথবা বৈধব্য দশায় কল্পিত কুৎসিতাচরণ বর্ণনা করিলেই হিন্দু

পরিবারের মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইল। অর্থাৎ একটি সুন্দর অথবা কুৎসিৎ চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাকে রক্তমাংসে গঠিত মানুষ বলা। এই সকল মিথ্যা বর্ণনা যদিও রাজবিদ্রোহ বা মানহানির মধ্যে না আসে, যদিও তাহা আইনে দণ্ডনীয় নহে, তথাপি মিথ্যাবাদীর ঈশ্বরের শাস্তি হইতে অব্যাহতি নাই। তাহার মৃত্যুর পর সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর তাহার বিচার করেন এবং উহাকে যাহা শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা রামায়ণ উত্তর কাণ্ডে যম-রাবণের যুদ্ধে বর্ণিত আছে।

আপনারা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন যে, মহাত্মা যীশুখৃষ্ট গর্দ্দভ পৃষ্ঠে জয়োল্লাসের সহিত জেরুজেলাম সহরে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং যে মুসলমান মক্কাতে তীর্থ করিতে যান তিনি হাজি উপাধি প্রাপ্ত হন। একজন প্রসিদ্ধ পারস্য-কবি উপরিউক্ত ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন যে, যদ্যপি যীশুখৃষ্টের গর্দ্দভ মক্কায় যায়, তবে সে হাজি হয় না গর্দ্দভই থাকে। কোন ব্যক্তিবিশেষ কোন চতুষ্পাঠীতে বা বিদ্যালয়ে পাঠ করিলে অথবা সাহিত্য-উপাধি লাভ করিলেই তেজস্বিতা বা কাণ্ডজ্ঞান লাভ করে না। সে জ্ঞান ঈশ্বরদত্ত, পাঠ দ্বারা উপার্জ্জিত হইতে পারে না। সেটি প্রার্থনা-শক্তিতেই অর্জ্জিত হয়। যীশুখৃষ্টের গর্দ্দভের ন্যায় সে যাহা ছিল তাহাই থাকে।

আমরা রাজভক্ত প্রজা বলিয়া পরিচয় দিই। যদি ইহা মৌখিক না হয়, আমাদিগের স্মরণ করা উচিত যে, আমাদের দেশের রাজা ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন—যে আইনটিকে হিন্দু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধীয় আইন বলে। আইন জারি হইবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক বেশ হইয়াছিল। কিন্তু যখন আমাদের রাজা সকল প্রকার আপত্তি বিবেচনা করণানন্তর দেশে ঐ আইন প্রচলিত

করিয়াছেন, তখন বিধবাদিগের অভিভাবকদিগকে সামাজিক পীড়নের ভয় দেখাইয়া যাহাতে তাহারা ঐ আইন আনুযায়িক কার্য্য না করিতে পারে, এই প্রকার প্রতিকূলাচরণ কার্য্য করা কি এক প্রকার রাজ-দ্রোহিতা নহে? যদিচ এরূপ বিরুদ্ধাচরণ দণ্ডনীয় নহে, তথাপি আমাদের দেশের রাজার মত আইনে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা রাজভক্ত প্রজা, সেই মতের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য বা বক্তৃতা করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।

একজন বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী উচ্চ পদস্থ ভদ্রলোক—যিনি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন এবং যাঁহাকে তজ্জন্য বিপক্ষেরা একঘরে করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি—আমাদিগকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার অপকারী ব্যক্তিদিগের প্রতি স্নেহ ও মার্জ্জনা প্রকাশ করিয়া তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন যে, পিতা তাহাদিগকে মার্জ্জনা করুন, কারণ তাহারা কি কার্য্য করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না।

২৫ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট,<br>কলিকাতা।<br>সন ১৯১০ তাং ১২ই আগষ্ট। } গ্রন্থকার।

# বিধবার বিবাহ

## হওয়া উচিত কি, না ?

---

"Those who say 'Change nothing !' are champions of slavery. Those who say 'Let your fetters fall !' are champions of liberty"—D 'Aubignes' History of the Reformation in the Sixteenth century Book II Chapter X.

অর্থাৎ যাঁহারা বলেন কিছুই পরিবর্ত্তন করিও না, তাঁহারা দাসত্বের পক্ষপাতী। যাঁহারা বলেন তোমাদের বেড়ী পতিত হইতে দাও, তাঁহারা মুক্তির পক্ষপাতী।

—ডি অবিনেঁষ ধর্ম্মসংস্কারের ইতিহাস।

আজ কাল হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। লেখক এ বিষয়ে নিজের কোন মত প্রকাশ না করিয়া পাঠকদিগের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত তর্ক বিতর্ক সঙ্কলন করিয়াছেন।

বিপক্ষ। আপনারা সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে গোলযোগ উপস্থিত করিতেছেন।

স্বপক্ষ। সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম মহর্ষি মনুর সংহিতাতে হিন্দু নারীদিগের সম্পত্তির ব্যবহার সম্বন্ধে ( পঞ্চম অধ্যায়ের ১৪৭ শ্লোকে ) লিখিয়াছেন যে, "স্ত্রীলোক বাল্যে পিতার বশে, যৌবনে পতির বশে, স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে ; কখনও স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিবে না।" এবং কুল্লূক ভট্ট তাহার টীকা করেন যে, শৈশবে পিতার, যৌবনে পতির ও বৃদ্ধ কালে স্বামীর অবর্ত্তমানে পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। যদ্যপি তাহার সন্তান না থাকে, তবে তাহার স্বামীর জ্ঞাতির নিকট থাকিবে। স্বামীর জ্ঞাতি না থাকিলে তাহার পিতার নিকট থাকিবে। পিতৃজ্ঞাতি না থাকিলে সম্রাটের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। কিন্তু আমরা কার্য্যতঃ কি দেখিতে পাই? যদি স্বামীর এজমালী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী স্ত্রী হয়, অনেক স্থলে সেই সম্পত্তি বিষময় হইয়া মামলা মোকদ্দমার হেতু হয়। আর মোকদ্দমার খরচায় উভয় পক্ষ সর্ব্বস্বান্ত হয়। তখন সেই সনাতন ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কে প্রচার করে ?

বি। আপনারা কি বলিতে চান, বিধবাদিগের চরিত্র কলুষিত হয় ?

স্ব। তাহা বলি না। তবে, বিধবাদিগের ইন্দ্রিয়-ভোগাভিলাষ পরিতৃপ্ত হয় না।

বি। বিধবাদিগের আহার্য্যের এরূপ বন্দোবস্ত করা হয়, যাহাতে ভোগাভিলাষ উদ্রিক্ত হইতে পারে না।

য। তাহারা অন্ন ব্যঞ্জন ফল দুগ্ধাদি আহার করে ও তদ্দারা নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয় ও শরীরের আভ্যন্তরিক সমস্ত যন্ত্রের কার্য্য যথারীতি চলিতে থাকে। সে স্থলে যে, ভোগাভিলাষের উদ্রেক হয় না, তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

বিশ্বকোষের গ্রন্থকর্ত্তা বৈধব্যের আদর্শ, সতীত্ব ও ভক্তির বর্ণনা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া বিশ্বকোষের অষ্টমভাগ ৬০২ ও ৬০৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "বিধবার কবরী-বন্ধন পতির বন্ধনের কারণ। এই জন্য বিধবা সর্ব্বদা মস্তক মুণ্ডন করিয়া রাখিবে। বিধবা অহোরাত্রের মধ্যে কেবল একবার ভোজন করিবে, দুইবার আহার করিবে না। ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র বা পক্ষব্রত অবলম্বন বা মাসোপবাসব্রত, চান্দ্রায়ণ, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ, পরাকব্রত কিংবা তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে। যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন যবান্ন, ফল বা শাক আহার বা জলমাত্র পান করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। বিধবা নারী পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলে পতিকে অধঃপাতিত করা হয়, এই জন্য তাহাকে পতির সুখাভিলাষে ভূমিতে শয়ন করিতে হইবে। বিধবা কখন অঙ্গে উদ্বর্ত্তন লেপন এবং গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিবে না। প্রতিদিন পতি ও তাহার পিতা এবং পিতামহের উদ্দেশে তাহাদের নাম ও গোত্র উচ্চারণ করিয়া কুশ ও তিলোদকের দ্বারা তর্পণ করিবে এবং পতিবুদ্ধিতে বিষ্ণুর পূজা করিবে। সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুকে সতত পতিরূপে ধ্যান করিবে। পতি জীবিতাবস্থায় যে সকল দ্রব্য ভাল বাসিতেন, সেই সকল দ্রব্য সদ্ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা দান করিতে হইবে। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করা বিধেয়।

স্নান, দান, তীর্থযাত্রা এবং বারংবার বিষ্ণুর নামস্মরণ, বৈশাখ মাসে জলকুম্ভদান, কার্ত্তিকমাসে দেবস্থানে ঘৃতপ্রদীপ দান এবং মাঘমাসে ধান্য ও তিল উৎসর্গ। এই সকল বিধবার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন বিধবা বৈশাখ মাসে জলসত্র, দেবতার উপর জলধারা, পাদুকা, ব্যজন, ছত্র, সূক্ষ্ম বস্ত্র, কর্পূরমিশ্রিত চন্দন, তাম্বূল, সুগন্ধি-পুষ্প, অনেক প্রকার জলপাত্র, পুষ্পপাত্র, নানাবিধ পানীয় দ্রব্য এবং দ্রাক্ষা ও রম্ভা প্রভৃতি ফল পতির প্রীতিকামনায় সদ্‌ব্রাহ্মণ সমূহকে দান করিবে।

কার্ত্তিকমাসে যবান্ন বা একবিধ অন্ন আহার করিবে, বৃন্তাক ও শুকশিম্বী ( বরবটী ) ভোজন করিবে না। এই মাসে তৈল, মধু ও কাংস্যপাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। এই সময়ে মৌনব্রত অবলম্বন বিধেয়। মৌনী হইয়া থাকিলে মাসের শেষে ঘণ্টা দান, পাত্রে ভোজন নিয়ম করিলে মাসের শেষে ঘৃতপূর্ণ কাংস্যপাত্র দান, ভূমিশয্যা ব্রত করিলে শেষে শয্যাদান, ফলত্যাগ করিলে ফলদান, ধান্যত্যাগ করিলে ধান্য বা ধেনু দান করা বিধেয়। দেবাদিগৃহে ঘৃতপ্রদীপ দান অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সকল দান হইতে এই দান শ্রেষ্ঠ। মাঘমাসে সূর্য্য কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইলে স্নান করিবে। এইরূপে প্রতিদিন স্নান করিয়া সামর্থ্যানুরূপ নিয়ম সকল অবলম্বন করিবে। এইমাসে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ও তপস্বীদিগকে পক্কান্ন, লাড়ু, ফেণিকা ও অন্যান্য ঘৃতপক্ক মিষ্টদ্রব্য ভোজন করাইবে। শীত-নিবারণের জন্য শুষ্ক কাষ্ঠ দান, তুলাভরা জামা এবং সুন্দর গাত্রবস্ত্র, মঞ্জিষ্ঠারাগরঞ্জিত বস্ত্র, জাতীফল-লবঙ্গাদিযুক্ত তাম্বূল, বিচিত্র কম্বল, নির্ব্বাত গৃহ, কোমল পাদুকা ও সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন দান করা বিধেয়। দেবাগারে কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি উপহার দ্বারা পতিরূপী ভগবান্ প্রীত হউন বলিয়া ভাবনা করিয়া

দেবপূজা করিবে। এইরূপ বিবিধ নিয়ম ও ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ এই তিনমাস অতিবাহিত করিবে। ..........

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, বিধবা প্রতিদিন দিনান্তে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে ও সর্ব্বদা নিষ্কামা হইবে। উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান, গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধি তৈল, মাল্য, চন্দন, শঙ্খ, সিন্দূর ও ভূষণ বিধবার পরিত্যাজ্য। নিত্য মলিন বস্ত্র ধারণ করিয়া নারায়ণ নাম স্মরণ করাই তাহার কর্ত্তব্য। বিধবা স্ত্রী ঐকান্তিক ভক্তিমতী হইয়া নিত্য নারায়ণ সেবা ও নারায়ণ নামোচ্চারণ ও পুরুষমাত্রকে ধর্ম্মতঃ পুত্রতুল্য দর্শন করিবে। বিধবার মিষ্টান্ন ভোজন বা অর্থসঞ্চয় করিতে নাই। তিনি একাদশী, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীরামনবমী ও শিব-চতুর্দ্দশীতে নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকিবেন। অঘোরা ও প্রেতা চতুর্দ্দশী তিথিতে এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণকালে ভুক্ত দ্রব্য বিধবার পক্ষে নিষিদ্ধ। সুতরাং তদ্‌ব্যতীত অন্য বস্ত ভোজন করা বিধেয়। বিধবার পক্ষে তাম্বূল ও সুরা গোমাংসের তুল্য, সুতরাং উহা বিশেষ পরিত্যাগ করিবে। রক্তশাক, মসূর, জম্বীর, পর্ণ ও বর্ত্তুলাকার অলাবুও নিষিদ্ধ। বিধবা পর্য্যঙ্কশায়িনী হইলে পতিকে পাতিত করে এবং যানারোহণ করিলে স্বয়ং নরকগামিনী হয়। সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করিবে। কেশসংস্কার, গাত্রসংস্কার, তৈলাভ্যঙ্গ, দর্পণে মুখদর্শন, পরপুরুষের মুখদর্শন, যাত্রা, নৃত্য, মহোৎসব, নৃত্যকারী গায়ক এবং সুবেশসম্পন্ন পুরুষকে কদাপি দর্শন করিবে না। সর্ব্বদা ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া সময় অতিবাহিত করিবে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড ৮৩ অঃ)

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।"

(বিষ্ণুসংহিতা ২৫।১৭)

স্বামীর মৃত্যুর পর সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবে, যদি পুত্রবতী না হয় তাহা হইলেও এক ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে"।

মিথ্যা তর্ক পরিত্যাগ করিয়া বলুন দেখি উপরোক্ত ধর্ম্ম-সংক্রান্ত আদর্শ বর্ণনা বৈধব্য-দশায় নিত্য জীবনে সর্ব্বত্র পালন হয় কি? তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে তাহার উৎপত্তি কোথায়?

"A word to the wise is enough"

অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান্‌দিগকে একটি কথা বলিলেই যথেষ্ট।

বি। তপস্যার দ্বারা ভোগাভিলাষ নষ্ট হইতে পারে।

স্ব। বিশ্বকোষ, সপ্তম ভাগ ৫৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত তপঃ তিন প্রকার, শারীরিক, বাচিক ও মানসিক। দেব, দ্বিজ ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা এই কয়টি শারীরিক তপঃ। হিত ও প্রিয়, সত্য, অনুদ্বেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্যাস (বিধি পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন) এই কয়টি বাচিক তপঃ। মনঃ-প্রসাদ, সৌমত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাব-শুদ্ধি এই কয়টি মানসিক তপঃ। এই তপঃ আবার তিন প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। পাতঞ্জল নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কায়িক বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ কষ্টের সাধন দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া ক্রিয়াযোগে প্রবৃত্ত হওয়ার নাম তপস্যা। তাহা যদি আপনারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন, তবে অবশ্যই তাহা শ্লাঘ্য বিষয়। কিন্তু তাহা কি শিক্ষা দেওয়া হয়? অবিবাহিত কয়টি বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করে?

আমরা যখন তখন কবির উক্তি ব্যবহার করি যথা "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ" "সুমাতার সুশিক্ষায় সুশীল সন্তান"।

" Woman's cause is man's, they rise or sink
Together, dwarfed or godlike bound or free."

Tennyson.

অর্থাৎ মহিলার পক্ষ মানবজাতির পক্ষ, একত্রে তাহারা ভাসিয়া উঠে অথবা তলায় পড়ে। খর্ব্বাকৃতি অথবা দেববৎ, হাত পা বাঁধা অবস্থায় অথবা মুক্ত। টেনিসন্।

কিন্তু আমরা কার্য্যতঃ কি তাহা করি ?

বি। আজ কাল কুমারীদেরই বর পাওয়া যায় না, তাহার উপর আবার বিধবাবিবাহের হুজুক তুলিয়াছেন।

স্ব। কুমারীদের বিবাহ সহজেই হইতে পারে ;—আপনারা যদি চেষ্টা করিয়া বরের পণটা উঠাইয়া দিতে পারেন। কায়স্থ পত্রিকার অষ্টম বর্ষীয় প্রথম সংখ্যায় "কন্যাদায়" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র লিখিয়াছেন "মেয়ের গহনা আর গহনার নামে চলে না, ওজন দেওয়া আবশ্যক অথবা ঘটকীরা যায় গহনার ওজন ফর্দ্দ লইয়া না গেলে বরকর্ত্তার তৃপ্তি হয় না, গৃহিণীর নাম করিয়া তিনি ভদ্রতার পথে কাঁটা দেন। তাহার উপর নগদ টাকা, যাহাকে আমরা বরপণ বলিতেছি। বঙ্গীয় সমাজ কতদিন এরূপে চলিবেক ?

কায়স্থ সভা নিয়ম করিতেছেন, আট বৎসর চেঁচাচেঁচি করিতেছেন। তাহার পূর্ব্বেও অনেক বৎসর এই পৈশাচিক ব্যবহারের আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু ফলে ত কিছু বিশেষ

দেখা যায় না। অনেকেই বুঝিয়াও বুঝেন না, মুখে বক্তৃতা করিয়া কাজের বেলা লোভপরতন্ত্র হন। অনেকে গৃহিণীর দোহাই দেন; আবার তৃতীয় শ্রেণীর সজ্জনগণ tit for tat চাহেন—আমি মেয়ের বিবাহে এত দিয়াছি, আমার ছেলের বিবাহে এত দিতে হইবে, আমি কেন ছেলের বিবাহে লইব না? ওজরের অভাব দেখিতে পাই না। যাঁহারা বড়ই ভদ্র তাঁহারা বড় মানুষের মেয়েকে গৃহলক্ষ্মী করিতে চাহেন,—যেন এত দাও তত দাও না বলিতে হয়।”

বি। পণ উঠাইয়া দিবার জন্য আপনারা কি চেষ্টা করিতেছেন? আঙ্গুল উত্তোলনের মেহনৎটুকুও কি করেন?

স্ব। আমি চেষ্টা করি। সভাতে বলিয়া থাকি যে, বরপণ গ্রহণ করা অত্যন্ত অন্যায়। কিন্তু গৃহে আসিয়া ঘটক আমার পুত্রের জন্য সম্বন্ধ আনিলে বলি, কন্যার সৌন্দর্য্য বা তাহার পিতার মান মর্য্যাদা দেখিব না। যে কন্যার পিতা অত্যধিক পণ দিতে পারিবে, তাহারই কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিব।

বি। গত লোকসংখ্যা-গণনায় টের পাওয়া যায়, যদি প্রত্যেক পুরুষের এক একটী কুমারীর সহিত বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে দুই লক্ষের অধিক কন্যা অবিবাহিতা থাকিবে। তাহার উপর আবার বিধবাবিবাহ হইলে অবিবাহিতা কুমারীর সংখ্যা আরও বাড়িবে। তাহার প্রতিকার কি?

স্ব। জনৈক স্বপক্ষ বক্তা ১৯০১ সালের লোকসংখ্যা গণনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে যদি কেহ বলেন—বাঙ্গালায় কায়স্থদিগের মধ্যে বিবাহ যোগ্য পুরুষের সংখ্যা বিবাহযোগ্য পাত্রীর সংখ্যা অপেক্ষা অল্প তাহা সে ব্যক্তির ভ্রমসঙ্কুল

তর্ক। বাঙ্গালাদেশে (১০) দশ বৎসর বয়ঃক্রমের নিম্নে আটাত্তর হাজার চারি শত সাতটি ৭৮৪০৭ বালিকা বিধবা আছে। তাহাদিগকে তপস্যা শিক্ষা করান প্রায়ই অসম্ভব, কারণ তপস্যার আয়োজন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে প্রত্যেক গৃহকে তপোবন করা আবশ্যক এবং ইহার অধিবাসী তপস্বী ও তপস্বিনী হওয়া কর্ত্তব্য। আরও কেহ কেহ বলেন বহু বিবাহ একটি প্রতিকার।

বি। অনেকে সংসার খরচের ভয়ে একটীও বিবাহ করিতে চাহে না, তাহার উপর আবার বহু-বিবাহ করিবে কি প্রকারে?

স্ব। যাহাদের সামর্থ্য আছে, তাহারাই বহু-বিবাহ করুক।

বি। একদা এক বিখ্যাত পণ্ডিতকে এক প্রসিদ্ধ কবিরাজ বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত তর্ক করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলে কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে এক একটী বারকোসের উপরে সিধা পাঠাইয়া দেন। বারকোসগুলি পণ্ডিত মহাশয় নামাইয়া দেখেন যে, একটী বারকোসের উপর একটী নূতন মাটীর হাঁড়ী সরাবদ্ধ ছিল। পণ্ডিত মহাশয় সরা খুলিতে বলেন। দেখিলেন, হাঁড়ীর মধ্যে একটা মাথা-কাটা বড় গোসাপ পুড়িয়া রহিয়াছে। হাঁড়ীর ভিতর রক্তময়। দেখিবামাত্র তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ও কুপিত হইলেন। তর্কের সময় বৈকালে নির্দ্ধারিত ছিল; পণ্ডিত মহাশয় আহারাদি করিয়া তর্ক করিতে যাইবেন। বৈকালে তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বিরক্তির সহিত কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কাটা গোসাপ পাঠাইয়া তাঁহার কি আতিথ্য করা

হইল। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি কোন অন্যায় কাজ করেন নাই। পুরাকালে গোসাপ খাইবার প্রথা ছিল। পূর্ব্বকালে বিধবাবিবাহ প্রথাও ছিল। তৎপরে ঐ প্রথা রহিত হয়। যখন পণ্ডিত মহাশয় সেই প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তখন গোসাপ আহার করা পূর্ব্বকালের প্রথা তাঁহার পক্ষে প্রচলিত করা অসংগত নহে। পণ্ডিত মহাশয় তর্ক না করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

৯। ক্রোধে লোক ভ্রষ্ট হয় ক্রোধে হয় পাপ
অক্রোধের সম পুণ্য নাহিক সংসারে।
সর্ব্ব ধর্ম্মে ধার্ম্মিক যে ক্রোধকে সংবরে॥
শতেক বৎসর তপ করে যেই জন।
অক্রোধী সহিত সম নহে কদাচন॥

(৺কাশীরাম দাসের মহাভারত আদিপর্ব্ব
দেবযানীর উপাখ্যান।)

"শুক্র কহিলেন, যিনি অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়া নিন্দাবাক্য সহ্য করেন, দেবযানি! তুমি জানিবে যে, তাঁহাতেই তাঁহার এই সমস্ত জগৎ জয় করা হয়। যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে নিগৃহীত অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করেন, তিনিই সাধুগণ কর্ত্তৃক সারথি বলিয়া উক্ত হন, প্রত্যুত অশ্বের রশ্মিমাত্র অবলম্বন করিলেই যে তিনি সারথি বলিয়া উক্ত হন এমত নহে। যিনি ক্ষমা দ্বারা সমুদিত ক্রোধ নিরাস করেন, দেবযানি! তুমি জানিবে যে, তাঁহাতেই তাঁহার এই সমস্ত জগৎ জয় করা হয়। যিনি সর্পের

নির্ম্মোকপরিত্যাগের ন্যায় ক্ষমা দ্বারা সমুৎপন্ন ক্রোধকে পরিত্যাগ করেন, তিনিই পুরুষ বলিয়া উক্ত হন। যিনি ক্রোধকে সংযত করেন ও কেহ নিন্দা করিলে যিনি তাহা সহ্য করেন এবং স্বয়ং সন্তপ্ত হইলেও অন্যকে তাপিত না করেন, তিনিই পুরুষার্থের ভাজন। যিনি অপরিশ্রান্ত হইয়া শত বর্ষ কাল মাসে মাসে যাগক্রিয়া করেন আর যিনি সর্ব্বপ্রাণীতে ক্রোধশূন্য হন, এ উভয়ের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।"

( ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত আদিপর্ব্ব
সম্ভবপর্ব্বে উনাশীতিতম অধ্যায়। )

ক্রোধ বশতঃ পণ্ডিত মহাশয় হতবুদ্ধি হইয়া উত্তর দিতে পারিলেন না। কবিরাজ মহাশয়ের কথার উত্তর যথেষ্ট ছিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিতে পারিতেন যে কবিরাজ মহাশয়, আজ জানিলাম, আপনিও একজন সমাজ-সংস্কারক। আমি এক বিষয় পুনঃ প্রচলিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনিও খাদ্য বিষয়ে পূর্ব্ব প্রথা প্রচলন করিতে উদ্যত। অতএব আমরা উভয়েই সমাজ-সংস্কারক। আজ হইতে আমরা স্থিরসংকল্প বন্ধু হইলাম।

বি। একটী গৃহস্থ স্ত্রীলোককে মিলের শাড়ী ও হাতে কাচের চুড়ী ব্যতীত তাহার স্বামী কিছু দিতে অক্ষম। যদি সেই স্ত্রীলোক এক জন বেশ্যাকে পার্শী শাড়ী ও স্বর্ণ-অলঙ্কারে ভূষিত দেখে তাহা হইলে তাহার কি ইচ্ছা হয় যে, আমিও তাহার ন্যায় হই ?

স্ব অলঙ্কার ইত্যাদি বাহ্যিক, কিন্তু ইন্দ্রিয়ভোগের অভিলাষ আভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণের তুলনা হইতে পারে না। যেমন আহার ও পান জীবনধারণের জন্য আবশ্যক, পাশী শাড়ী ও স্বর্ণ-অলঙ্কার সেরূপ নহে। এক জন আরমানী ব্যারিষ্টার বলিতেছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী একদিন রাস্তায় যাইবার সময়ে দেখিলেন, একটী অল্পবয়স্কা সদ্বংশজাত বালিকা রাস্তার ধারে বসিয়া পান বিক্রয় করিতেছে। তিনি বালিকার নিকট যাইয়া বলিলেন, "দেখিতেছি তুমি অল্পবয়স্কা সদ্বংশীয়া বালিকা, তুমি রাস্তার ধারে বসিয়া পান বিক্রয় করিতেছ কেন?" সে উত্তর করিল, "আমার দুঃখের কথা আপনাকে আর কি বলিব! আমি ১১ বৎসর বয়সে বিধবা হই। তৎপরে আমাকে মন্দলোকে কুপথ গমনে প্রবৃত্ত করে; সুতরাং আমার মাতৃকুল, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল আমাকে তাড়াইয়া দেয়। আমার বয়স এখন ১৩ বৎসর। জঠর-জ্বালা নিবারণের জন্য দিনে পান বিক্রয় করি ও রাত্রে বেশ্যাবৃত্তি করি।" মেম সাহেব বলিলেন, "তুমি আমার বাড়ীতে আসিবে?" সে বলিল, "আমি এখনি আপনার সঙ্গে যাইব। আমার এ পাপজনক উপায়ে জীবন যাপন করিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই।" তিনি কথা অনুসারে তাহাকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন। এই দুঃখের কাহিনী শুনিয়া এক জন বিরোধী ব্যক্তি ব্যারিষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি তাহাকে বাইবেল পড়াইবেন?" ব্যারিষ্টার মহাশয় বলিলেন, "তাহাতে ক্ষতি কি? সে ত জাতিচ্যুত হইয়াছে, আপনারা আর তাহাকে ক্রিয়াকর্ম্মে নিমন্ত্রণ করিবে-

পরিজনগণের সহিত এক পংক্তিতে আহার করিবেন না, আপনাদের হিন্দু সমাজে যখন তাহার আর কোথাও স্থান নাই, তখন আর ও কথায় কাজ কি?"

"Nor light the recompense, when they who hear
Melt at the melancholy tale and drop—
In pity drop, the sympathising tear"

Aeschylus Prometheus, 637 (Dr. Ramage 8 Beautiful Thoughts from Greek Authors.)

অর্থাৎ সামান্য প্রতিদান নহে—যখন যাহারা শোকাবহ আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া দ্রবীভূত হয় এবং দুঃখে ও মনঃকষ্টে সহানুভূতির অশ্রুবিন্দু বিন্দু বিন্দু পাত করে। এসকাইলাস্ প্রমেথিউস্।

বি। সধবা স্ত্রীলোকও কথন কথন কুপথগামিনী হয়।

স্ব। বালিকা বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ না দেওয়ার ইহা যুক্তিসঙ্গত তর্ক নহে। যে বিধবা কুপথগামিনী হয় তাহার মার্জ্জনা হইতে পারে, কিন্তু সধবার পক্ষে নহে। সেস্থলে যাহারা তপস্যার নির্দ্দেশ করেন সেই সধবাকে তাঁহারা দীক্ষা দিন। ঋষ্যশৃঙ্গ, দ্রোণাচার্য্য, শকুন্তলা, ইত্যাদির জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করুন।

বি। হিন্দু স্ত্রীলোকেরা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক এবং এরূপ বিবাহ তাহারা সর্ব্বপ্রথমে সযত্নে প্রতিবাদ করিবেক। আমরা একটী মন্দির ভাঙ্গিয়া উহাকে ইন্দ্রিয় সুখের বাসগৃহ করিতে পারি না।

স্ব। মিথ্যা, শাপ দেয় আর বলে মিথ্যা বাণী।
তার প্রহারের কত কহিব কাহিনী ॥
প্রতপ্ত সাঁড়াসি দিয়া জিহ্বা লয় কাড়ি।
মাথার উপর মারে ডাঙ্গসের বাড়ি ॥

* * * *

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই সভামধ্যে বসি।
তার জিহ্বা টানে দিয়া জ্বলন্ত সাঁড়াসি ॥
তার পূর্ব্বপুরুষেরা ভুঞ্জে সেই পাপ।
চিরকাল পাপ ভুঞ্জে পায় বড় তাপ ॥

( ৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ, উত্তর কাণ্ড,
যম-রাবণের যুদ্ধ। )

আপনারা কয়জন বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যাঁহারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থাই বা কি? কখন কখন অর্থশালিনী বিধবা পোষ্যপুত্র গ্রহণ বিষয়ে স্বামীর অনুমতি সত্ত্বেও পোষ্যপুত্র লয় না। কারণ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলে বিধবার স্বামীর বিষয়ে পোষ্যপুত্রই অধিকারী হয় এবং পোষ্যপুত্রগ্রহণকারিণীর কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের স্বত্ব বর্ত্তায়। স্বামীর বিষয়ে উত্তরাধিকারিণী বিধবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে যে স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে তাহা সে জানে। এরূপ অবস্থাপন্ন বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহে অনিচ্ছা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! কিন্তু যে স্থলে স্বামী কোন সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই এবং তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের কোন উপায় নাই এরূপ অবস্থাপন্ন স্ত্রীলোক দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে কি অনিচ্ছুক? ১৮৫৬ সালের ১৫ এক্ট জারি হইলে পর অনেক শেষোক্ত বিধবা

অবিবাহিতা বালিকাদিগের ন্যায় শাড়ী ও অলঙ্কার পরিয়াছিল ও বলিত, আমাদের পুনর্ব্বার বিবাহ হইবে। ইহা আপনারা যদি তদন্ত করিতে চান, শেষোক্ত বৃদ্ধ স্ত্রীলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে এবং তৎকালীন বার্ত্তাবহ পাঠ করিলে অবগত হইতে পারেন।

তৎকালীন শেষোক্ত শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মনের ভাব "বিদ্যাসাগর পেড়ে" শান্তিপুরে কাপড়ে নিম্নলিখিত গীতটীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ বস্ত্র অনেকেই আগ্রহাতিশয্যে অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিত।

সুখে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হোয়ে।
সদরে করেছ রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥
কবে হবে শুভদিন প্রকাশিবে এ আইন
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ে লেগে যাবে ধুম,
মনের সুখে থাকবো মোরা মনের মত পতি লয়ে॥
এমন দিন কবে হবে বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে
আভরণ পরিব সবে
লোকে দেখবে তাই
আলোচাল কাঁচকলা মালষার মুখে দিয়ে ছাই
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণ ডালা মাথায় লয়ে॥

আর ভগ্ন মন্দিরের কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই মন্দিরের বর্ণনা এক লেখক মত সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন "তুমি রূপসী ভার্য্যা লইয়া দিবা নিশি আমোদে আত্মহারা হইয়া থাকিবে, আর তোমার ছোট কন্যা বা ভগিনী দৈব দুর্ব্বিপাকে পতিহীনা বলিয়া অহরহঃ

অর্দ্ধবিমির্ত বিরহে জর্জ্জরীভূত হইয়া চক্ষের উপর তোমার আমোদ প্রমোদের সুমধুর লীলাতরঙ্গ দেখিয়া স্বীয় চরিত্র কি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে? সুতরাং তাহাকে অধঃপাতে না প্রেরণ করিয়া, জীবনকে মধুময় করিবার জন্য বিবাহদানে একটা পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কি সমাজের কর্ত্তব্য নহে?"

এতদ্ব্যতীত মন্দিরের চূড়ান্ত বর্ণনা উদারচেতা বিদগ্ধমণ্ডলী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, পড়িয়া দেখুন।

রঙ্গমঞ্চে যাহারা বিধবা বিবাহ নিবারণের সভা করিয়া বক্তৃতা করেন তাহাদিগের এইটুকু বিবেচনা করিয়া অনুসন্ধান করা উচিত যে তাঁহাদিগের সভাভঙ্গের পর রাত্রে নর্ত্তকীগণ আসিয়া সেই রঙ্গমঞ্চ উপরে নৃত্যগীতাদি করে। তাহারা কে? সধবা, বিধবা না বিধবার কন্যা? নিন্দার্হ স্থানে যে সকল স্ত্রীলোক বাস করে তাহারাই বা কে? পুরুষের কল্পিত আদর্শ নারী বা বিধবা মনমুগ্ধকর হয় বটে, কিন্তু গার্হস্থ আশ্রমাবলম্বী এবং প্রবন্ধ লেখকের আত্মীয় বন্ধুবর্গ তাহার যথার্থ অর্থ বুঝিয়া প্রকৃত মূল্য স্থির করেন। বিধবা বিবাহ নিবারণ সম্বন্ধীয় মিথ্যা বক্তৃতা ও প্রবন্ধ যদিও আইনে দণ্ডনীয় নহে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের নিকট তাহার বিচার হইবে। বক্তার আত্মগ্লানি ভাব উদয় হয় কি না তাহা তিনিই জানেন কারণ "মনের অগোচর পাপ নাই"।

CONSCIENCE.

"Thus conscience does make cowards of us all;
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale-cast of thought;
And enterprizes of great pith and moment,

With this regard, their currents turn awry
And lose the name of action,"

Shakespeare Hamlet Act III Scene I.
( His Soliloquy )

অর্থাৎ এইরূপে বিবেক আমাদিগকে কাপুরুষ করে এবং এইরূপে সংকল্পের স্বাভাবিক বর্ণ বা চিন্তার ম্লান ছাঁচ দ্বারা দাত্রিত হয় ; মহৎ শক্তি ও গুরুতর ব্যাপার; এই সম্বন্ধের সহিত, তাহাদের প্রবাহ বক্রভাবে ফিরায় এবং কর্ম্মের নাম হারায়। সেক্সপিয়ার হেমলেট।

"Trust that man in nothing,
Who has not a conscience in everything."

Sterne—Tristram Shandy, Vol II
Chap XVII and Sermon 27.

অর্থাৎ যাহার প্রত্যেক বিষয়ে বিবেক নাই এরূপ লোককে কোন কিছুর জন্য নির্ভর করিও না।

ষ্টার্ণে—ট্রিষ্ট্রাম স্থেণ্ডি

বি। বিধবারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার জন্য কি তাহারা তাহাদের আত্মীয়বর্গকে বলে ?

স্ব। অবিবাহিতা কন্যারা যদিও জানে যে, তাহাদের গুরুজন তাহাদের বিবাহ দিবেন ; তথাপি তাঁহাদিগকে বলে না যে, আমাদের বিবাহ দাও। বিধবারা জানে যে হিন্দু সমাজে তাহাদের দ্বিতীয়বার বিবাহপ্রথা নাই। সে স্থলে তাহারা কোন্ লজ্জায় তাহাদিগের অভিভাবকদিগকে বলিবে যে আমাদের বিবাহ দাও ?

বি। কন্যাকে সম্প্রদান করার পর সে শ্বশুরের গোত্রে যাইল, আর সম্প্রদানের পর তাহার পিতার আর তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা থাকে না।

স্ব। ১৮৫৬ সালের ১৫ এক্টের সপ্তম ধারায় বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, যে-বালিকার বিবাহ সহবাস দ্বারা দাম্পত্য সম্বন্ধের দৃঢ়ীকৃত হয় নাই, তাহার পিতার, তাহার অবিদ্যমানে পিতামহের, পিতামহের অবিদ্যমানে মাতার, ইহাদের অবিদ্যমানে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার, এবং তাহার অবিদ্যমানে অন্য ভ্রাতৃগণের, তাহাদিগের অবিদ্যমানে নিকট পুরুষ আত্মীয়ের সম্মতিতে বিবাহ করিতে পারে। যদ্যপি বিধবা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, অথবা যাহার বিবাহ সহবাস দ্বারা দাম্পত্য সম্বন্ধের দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, সেস্থলে তাহার নিজের সম্মতিতেই পুনর্ব্বিবাহ আইন সঙ্গত ও বৈধ। যখন আমাদের দেশের রাজা এরূপ আইন প্রচলিত করিয়াছেন, তখন গোত্র ও সম্প্রদানের তর্ক চলিতে পারে না।

বি। আপনারা কি বিধবার বর পাইবেন ?

স্ব। পাওয়া না পাওয়া ঈশ্বরাধীন, তবে যাঁহারা বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী, আমরা কেবলমাত্র তাঁহাদের সহানুভূতি প্রকাশ করি। আমরা তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখি না। এ সমস্ত তর্কবিতর্ক পরিশেষে কার্য্যিক মিতব্যয় সম্বন্ধীয় বিষয় ; দূর ভবিষ্যতে মীমাংসা হইবে।

বি। এরূপ অবস্থায় দুশ্চারিটী বিধবার দুঃখে কাঁদিয়া যাঁহারা এই অনিষ্ট ঘটাইতে চাহেন, তাঁহারা বুদ্ধিমান্ নহেন।

খ। গত ১৯০১ সালের সেনসাস্ রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের বিধবা, হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ১৬ জন, এবং মুসলমানদিগের মধ্যে শতকরা ১২ জন। হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায়, অনেক রমণী—যাঁহারা বিধবা না হইলে অথবা পুনর্ব্বিবাহ হইলে অনেকগুলি সন্তানের জননী হইতে পারিতেন, তাঁহারা—নিঃসন্তান থাকেন। এই কারণ মুসলমানদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকায় হিন্দুদের মধ্যে জন্মসংখ্যা মুসলমান-দিগের অপেক্ষা কম। ( বঙ্গদর্শন, দশমবর্ষ, নব পর্য্যায় তৃতীয় সংখ্যা ১৪৫ পৃঃ )

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ বিচারের উপসংহারে বলিয়া গিয়াছেন :—"আর আপনারা ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, আমাদিগের দেশের আচার একেবারেই অপরি-বর্ত্তনীয় নহে। ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না যে, সৃষ্টিকালাবধি আমাদিগের দেশে আচার-পরিবর্ত্তন হয় নাই। এক আচারই পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমাদিগের দেশের আচার পদে পদে পরি-বর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বকালে এ দেশে চারিবর্ণের যেরূপ আচার ছিল, এক্ষণকার আচারের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোকদিগকে এক বিভিন্ন জাতি বলিয়া প্রতীতি জন্মে"।

মহর্ষি মনু চতুর্ব্বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম সকল নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা "অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম তিনি ব্রাহ্মণদিগের জন্য নির্দ্দেশ

করিয়াছিলেন। প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ভোগাসক্তির পরিবর্জ্জন এই কয়েকটী কর্ম্ম তিনি ক্ষত্রিয়গণের জন্য সংক্ষেপতঃ নির্দ্দিষ্ট করিলেন। পশুরক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, বৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ এবং কৃষিকর্ম্ম তিনি বৈশ্যদিগের জন্য ব্যবস্থা করিলেন। এবং অক্ষুণ্ণচিত্তে উপরোক্ত তিন বর্ণের সেবা করা শূদ্রগণের প্রধান কর্ত্তব্য, ইহা ব্রহ্মা নির্দ্দেশ করিলেন”—মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

এক্ষণে জীবনার্থ সংগ্রাম এত কষ্টকর যে মনুর নির্দ্দেশ পালন করা দুরূহ হইয়াছে। ইহাও সাময়িক পরিবর্ত্তন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

বি। গৃহস্থের সাংসারিক কার্য্যে বিধবার দ্বারায় অনেক সাহায্য হয়।

স্ব। ইহা অতিশয় স্বার্থপর তর্ক হইতেছে। মাসে দুই বার নির্জ্জলা একাদশী পালন করিতে হয়। এতদ্‌ব্যতীত তাহারা সংসারের বিবাহের কোন প্রকার স্ত্রী-আচারাদি কর্ম্মে স্পর্শ করিতে বা উপস্থিত থাকিতে পারে না। সে সময় অন্যত্র দুঃখিতভাবে তাহাদিগকে থাকিতে হয়।

বি। স্ত্রীলোক কয়বার বিবাহ করিবে?

স্ব। যদি ৬০।৭০ বৎসরের পুরুষ স্ত্রীবিয়োগান্তে দ্বিতীয়, তৃতীয়বার পাণিগ্রহণ করিতে পারে, সে স্থলে স্ত্রীলোকও পতিবিয়োগান্তে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে কেন না পারিবে?

বি। যখন স্ত্রীলোক জানে তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার দ্বিতীয় বার বিবাহ হইবে না, তখন সে স্বামীকে অত্যন্ত যত্ন ও স্নেহ করে। দ্বিতীয়বার বিবাহ হইবে জানিলে সে বিষয়ে লাঘব হইবে।

স্ব। ব্রাহ্ম, ক্রিশ্চান, মুসলমান, ইহুদীদের ভিতর দ্বিতীয়বার বিবাহ প্রচলিত আছে। তাহাদের স্ত্রীরা হিন্দু স্ত্রীদের ন্যায় স্বামীদের যত্ন ও স্নেহ করে।

বি। "পূর্ব্বে সামাজিক ব্যাপারে উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটিলে রাজা মধ্যস্থ থাকিয়া সমাজ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া একটী সুমীমাংসা করিয়া দিতেন। এক্ষণে কিন্তু তাহার সুবিধা নাই। বর্ত্তমান শাসক-সম্প্রদায় ভারতীয় ধর্ম্ম বা সামাজিক ব্যাপারে হস্তার্পণ করিতে ভীত হয়েন।"

স্ব। আমাদের রাজা ১৮৫৬ সালের ১৫ এক্টের দ্বারা হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্বিবাহের প্রতিবন্ধকতা অপসারিত করিয়াছেন। বিধবা দ্বিতীয় বিবাহ করিলে স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু পঞ্চম ধারার অনুযায়ী তাহার আর সমস্ত স্বত্ব রক্ষিত হইয়াছে। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "হিন্দু বিবাহ এবং স্ত্রীধন" পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে ১২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, বিধবার দ্বিতীয় বিবাহ সাগাই প্রথা মতে যেখানে প্রচলিত আছে, তাহা ন্যায্য এবং আইন সঙ্গত। এবং ২৩৫ পৃষ্ঠায় লেখেন ছোটনাগপুরের কোন কোন শ্রেণীর ভিতর, পশ্চিমে যুক্ত প্রদেশে, জাঠদিগের ভিতর এবং মেদিনীপুরের নমঃশূদ্রদের ভিতর বিধবার বিবাহ প্রথা আছে। এবং সম্প্রতি জেলা মুর্শিদাবাদ হইতে এক মোকদ্দমায় স্থির হইয়াছে যে, যে হিন্দু সমাজে সাগাই বিবাহ প্রচলিত আছে, তথায় স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে স্ত্রী পূর্ব্ব-স্বামীর জীবদ্দশায় দ্বিতীয় বার স্বামী গ্রহণ করিতে পারে এবং তজ্জন্য দণ্ডনীয় হইতে পারে না।

ঐ একটী পরিশিষ্টে দেখুন।

বিধবা-বিবাহ নিবারণী সভা সমাহৃত ও বক্তাগণ আমাদের দেশের রাজার প্রচলিত বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, কারণ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তর্ক বিতর্ক ন্যায্য এবং করা হইয়াছিল। এক্ষণে রাজভক্ত প্রজাগণের রাজার মত অবগত হইয়া তাহার প্রতিকূলে কার্য্য করা যুক্তিযুক্ত নহে। তবে বিপক্ষতা দণ্ডনীয় নহে। ইহাই কি ধরিয়া লইতে হইবে যে, আমাদের রাজা যেখানে বিধানে দণ্ডের উল্লেখ করেন নাই, তথায় আমরা বিরুদ্ধাচরণ করিব, যেমন পূর্ব্বকালে সহমরণ এবং চড়ক পূজায় বাণ ফোঁড়া ও বড়সীতে দোলা প্রথা ছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আইন জারির দ্বারা নিষেধ করিয়া তাহার দণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিশুদিগকে শাস্তি দ্বারা সংশোধিত করা হয়, বিবেচক পূর্ণবয়স্ক পুরুষদিগের জন্য তাহা নহে। যে দেশে লোকদিগকে দণ্ড দ্বারায় শাসন করিতে হয়, তথায় তাহাদের জাতীয়-উন্নতি বা শিক্ষা অত্যন্ত কম। তাহারা কৃতাপরাধ জাতি বা উপজাতি বলিয়া আহূত হয়।

প্রজা ভৃত্যের সদৃশ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রেষ্ঠ, যে ভৃত্য প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কার্য্য করে। মধ্যম, প্রভুর অনুমতি পাইয়া তদ্রূপ কর্ম্ম করে। নিকৃষ্ট, প্রভুর আজ্ঞা সত্বেও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে। আমাদের দেশের রাজা বিধবাবিবাহ অবশ্য সম্পাদ্য করেন নাই, প্রজাদের স্বেচ্ছাধীন করিয়াছেন। তবে তাঁহার অভিপ্রায় নয় যে, যে প্রজা আপনার ইচ্ছা সহানুভূতি প্রকাশ বা বিধবাবিবাহে সাহচর্য্য অথবা সে বিধবাবিবাহ করিলে, অন্য প্রজারা তাহাকে সমাজচ্যুত করিবার প্রয়াস করুক। ইহাই একটি রাজদ্রোহিতার লক্ষণ।

আপনারা কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রিত, রাবণ সেই নিদ্রাতুরকে জাগরিত করিবার জন্য অন্যান্য উপায়ের সহিত অনুপদ চেষ্টা করিয়াছিলেন,—

লঙ্কার ভিতর হইতে আনহ কামিনী ॥
শোয়াও সে সবাকারে কুম্ভকর্ণ পাশ।
আপনি জাগিবে বীর নারীর পরশে ॥
এত বলি সব বীর ধাইল সত্বর।
বিদ্যাধরী তুল্যা নারী আনিল বিস্তর ॥
তাহারা শুইল কুম্ভকর্ণের আসনে।
সর্ব্বাঙ্গ করিল তার লেপন চন্দনে ॥
তার পাশে কন্যা সব করে আলিঙ্গন।
অতি সুশীতল লাগে কন্যাপরশন ॥
একে কুম্ভকর্ণ তাহে স্ত্রীগণ পাইয়া।
পাশ ফিরি শোয় বীর অঙ্গ মোড়া দিয়া ॥

( ৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ও রাবণের সহিত কথোপকথন। )

"সমগ্রাং বশগাং কুর্য্যাৎ পৃথিবীং নাত্র সংশয়ঃ।
বহবো বিনয়াদ্‌ভ্রষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥
বন্যাশ্চৈব রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে।

মৎস্যপুঃ ১৮৯ অঃ।

অর্থাৎ বিনয়গুণে সমস্ত পৃথিবী বশীভূত করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই; অবিনয় হেতু বহু রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন; আবার বিনয়গুণে বনবাসী ব্যক্তিগণও বহুরাজ্য লাভ করিয়াছেন; সুতরাং বিনয় সাধারণ জিনিষ নহে।

"Utatur motu animi, qui uti, ratione non potest" Lat "Let him be guided by his passions who can make no use of his reason." "Fools may be impelled by their passions, but the man of reason is left without excuse.

( New Dictionary of Quotations Published by John. F. Shaw & Co. in 1878. )

অর্থাৎ যে নিজের বিচারশক্তিকে ব্যবহার করিতে পারে না, তাহাকে ক্রোধের দ্বারা চালিত হইতে দাও। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা ক্রোধেরদ্বারা তাড়িত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা ওজর না পাইয়া অসহায় পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে।

"'t is time new hopes should animate the world.
New light should run from new revealings."

Browning,

অর্থাৎ নব মনোভাব মানব-সমাজকে অনুপ্রাণিত করিবার সময় হইয়াছে। নব রহস্যোদ্ভেদ হইতে নব জ্যোতিঃ প্রকাশ হওয়া উচিত।

ব্রাউনিং।

বি। কিন্তু "সামাজিক পীড়নের ভয়" ভাঙ্গিতে হইলে পথ-প্রদর্শকের আবশ্যক। সেই জন্য আমরা বলিতেছি, যে সকল রাজভক্ত নেতৃবর্গের গৃহে বিধবা ভগিনী, কি বিধবা ভ্রাতৃজায়া, কি বিধবা কন্যা আছেন, তাঁহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া যেন উহাদের জন্য পতি সংগ্রহ করিয়া দেন, কিম্বা যাঁহাদের বিধবা কন্যা বা ভগিনী পত্যন্তর গ্রহণের পর পুনরায় পতি হারাইয়াছে, কি বিধবা কন্যার বা ভগিনীর নবপতি তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না, তাহারা আপনাপন কন্যা বা ভগিনীকে আবার নূতন পতি জোটাইয়া দিন। যদি রাজভক্ত নেতৃবর্গ এইরূপ আদর্শ স্থল বা পথ-প্রদর্শক হইতে পারেন, তাহা হইলে বক্তা মহাশয়ের রাজভক্তি সম্বন্ধীয় উপদেশ যে বিশেষ কার্য্যকারী হইবে তাহাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাস্তি।

খ। এইটি বিদ্রূপ-পূর্ণ পরামর্শ হইতে পারে, লেখকের মনোভাব বুঝিতে পারা যায় না, তিনি বিধবা বিবাহের স্বপক্ষ যদি হন তাহা হইলে তাঁহার প্রথম কার্য্য, যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন তাহাদিগকে প্রশংসা করা এবং যাঁহারা বিপক্ষ তাঁহাদিগকেও পরামর্শ দিয়া ক্ষান্ত করা আবশ্যক? কারণ তাঁহাদিগের গৃহে "বিধবা ভগ্নি, কি বিধবা ভ্রাতৃজায়া, কি বিধবা কন্যা" থাকিতে পারে। লেখকের নব-সংবাদ "বিধবা কন্যার বা ভগিনীর নবপতি তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না"; ইহা সত্য কি মিথ্যা তিনিই জানেন। ইহা বঙ্গালয়-সম্বন্ধীয় বাক্যাড়ম্বর হইতে পারে, সংবাদ প্রত্রে স্থান পাইতে পারে না।

বি। বর্ত্তমান হিন্দু বিধবা বিবাহ আইনে, বিবাহিতা কুমারী, যাহার সহবাস দ্বারা দাম্পত্য সম্বন্ধের দৃঢ়ীকরণ হয় নাই ও যে বিধবার পুত্র কন্যা হইয়াছে উভয়কেই পুনর্বিবাহ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আপনারা যদি গবর্ণমেণ্টকে প্রার্থনা করিয়া শেষোক্ত স্ত্রীলোকদিগের পুনর্বিবাহ স্বত্ব অন্যথা করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রথমোক্ত বালিকাদিগের পুনর্বিবাহের উৎসাহ দিতে পারি; নতুবা শেষোক্ত বিধবাদিগকেও প্রশ্রয় দেওয়া হইবেক।

স্ব। জানি না আপনারা সহর কি পল্লীগ্রামে কোন অর্থহীন নিঃসহায় বিধবাকে একটি শিশু কোলে লইয়া ও দুই একটি পুত্র কন্যার হাত ধরিয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছেন কি না; সে বিধবা ভরণ পোষণের জন্য পত্যন্তর গ্রহণ করিলে তাহার দুঃখের উপশম হয়, ইহা নিন্দনীয় নহে।

বি।— বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলিত হইলে আইনমতে দাম্পত্য-বিচ্ছেদ লইয়া আদালতের কার্য্য বাড়িবে এবং বিধবারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া বিবাহ করিবে।

স্ব। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সাম্য প্রবন্ধে ৬৩ পৃষ্ঠায় হাইকোর্টের মকদ্দমা সংক্রান্ত বর্ণনায় লেখেন "প্রধান প্রধান সংবাদপত্র, "হা সতীত্ব! কোথায় গেলি" বলিয়া ইংরাজিবাংলা সুরে রোদন করিয়া, "ওরে চাঁদা দে!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।" বঙ্কিম বাবু যে মকদ্দমার উল্লেখ করিয়াছেন সে মামলাটির নাম কেরি কলিটানি (প্রতিবাদী) মনিরাম কলিটা (বাদী) এবং বেঙ্গল ল রিপোর্ট ১৩ ভলিউমে প্রথম পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। যাঁহারা ঐ নজীরের কুফল আশঙ্কা করিয়াছিলেন

তাঁহাদের ধারণা কার্য্যতঃ ঘটিয়াছে কি? স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের হিন্দু বিবাহ ও স্ত্রীধন পুস্তকের ২৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত মকদ্দমা পাঠ করিয়া বুঝা যায় যেখানে হিন্দুদের ভিতর বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে সেখানে দাম্পত্য বিচ্ছেদের জন্য আদালতের আশ্রয় লইতে হয় না। পরিত্যক্তা স্ত্রী পুনরায় পুনর্বিবাহ করিতে পারে। ভারতীয় দাম্পত্য বিচ্ছেদ আইন ভারতবর্ষবাসী খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতিই প্রযোজ্য, অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের জন্য নহে।

# পরিশিষ্ট।

# বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে

## জন কয়েক বিজ্ঞ বাঙ্গালীর মত।

—**—

হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে? একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার-দোষের ও ভ্রূণহত্যা-পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে! আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে; অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর এবং তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক নিবারণ করিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচরের যেরূপ দাস হইয়া আছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন, দেশাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ ও সঙ্কল্পিত লৌকিক রক্ষাব্রতের উদযাপন করিয়া যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া আছে যে, হতভাগ্য বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন; এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যা-পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও তোমাদের মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমারা প্রাণতুল্যা কন্যা প্রভৃতিকে

অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবার রিপুর বশীভূত হইয়া ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ, ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোক-লজ্জাভয়ে তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণ হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বোধ হয় না, যন্ত্রণা যন্ত্রণা বোধ হয় না, দুর্জ্জয় রিপু সকল এক কালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধান দোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ ? হায় কি পরিতাপের বিষয় ! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্ বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলাজাতি জন্ম গ্রহণ না করে ! —

হা অবলাগণ ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না।......

হা ভারতবর্ষ, তুমি কি হতভাগ্য ! তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তান-গণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে, কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া

দেখিলে সর্ব্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কতকালে তোমার দুরবস্থা মোচন হইবেক, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

( বিধবাবিবাহবিষয়ক প্রস্তাব )

যাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া দয়ার উদ্রেক হয় না ও পাতক দেখিয়া অশ্রদ্ধার আবির্ভাব হয় না, এ বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহার কিছু মাত্রও হিতাহিত বোধ আছে ও যাঁহার অন্তঃকরণে কস্মিন্ কালে কারুণ্য রসের সঞ্চার হয়, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" যিনি কোন নব-বিধবা তরুণী স্ত্রীকে সদ্যোমৃত প্রিয়পতির শোকমোহে মুহ্যমানা, ধরাতলে লুণ্ঠমানা ও অহর্নিশ রোরুদ্যমানা দর্শন করিয়া কাতর হইয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" যিনি দেখিয়াছেন, যে সাধ্বী রমণী মাসদ্বয় পূর্ব্বে স্বামী-সমাদরে মানিনী ও গৌরবিণী বলিয়া স্ত্রীজনের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল, সেই স্ত্রী মাসদ্বয় পরে একান্ত অনাথা ও নিতান্ত সহায়-হীনা হইয়া দীনভাবে শীর্ণশরীরে সাশ্রুনয়নে দিনপাত করিতেছে এবং স্বামী সম্পর্কীয় বিদ্বেষিণী রমণীগণ কর্ত্তৃক নানা প্রকারে নিগৃহীত ও পরিবারস্থ দাসদাসীগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত ও অশ্রদ্ধিত হইয়া, কাতর স্বরে প্রতিবেশীদিগের দয়ার্দ্র হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?"

অক্ষয়কুমার দত্ত।

( ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, উপক্রমণিকা )।

আমরা বলিব বিধবা-বিবাহ ভালও নহে মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে; তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্ব পতিকে আন্তরিক ভাল বাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না। যে জাতিগণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্র-স্বভাব-বিশিষ্টা স্নেহময়ী সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না। কিন্তু যদি কোন বিধবা—হিন্দুই হউন আর যে জাতীয়াই হউন পতির লোকান্তর পরে পুনঃ পরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। ......................................আর একটি কথা আছে,—অনেকে মনে করেন যে, চির বৈধব্য-বন্ধনে হিন্দুমহিলাগণের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে। হিন্দু-স্ত্রী মাত্রেই জানেন যে, এই এক স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল সুখ যাইবে, অতএব তিনি স্বামীর প্রতি অনন্ত ভক্তিমতী। এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনায় এই জন্যই হিন্দুগৃহে দাম্পত্য-সুখের এত আধিক্য। কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে নিয়মটি এক-তরফা রাখ কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য্য পুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কেন? তুমি মরিলে তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে তোমারও আর গতি হইবে না, যদি এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হইবে, এবং দাম্পত্য-সুখ গার্হস্থ্যসুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম কেন?..............................

স্ত্রীগণের বিষয়াধিকার সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার মনে পড়িল। কয় বৎসর পূর্ব্বে হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। বিচার্য্য বিষয় এই—অসতী স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে কি না? বিচারক অনুমতি করিলেন—পারে। শুনিয়া দেশে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল! যা! এতকালে হিন্দু স্ত্রীর সতীধর্ম্ম লুপ্ত হইল! আর কেহ সতীধর্ম্ম রক্ষা করিবে না! বাঙ্গালী সমাজ পয়সা খরচ করিতে চাহে না—রাজাজ্ঞা নহিলে চাঁদায় সহি করে না, কিন্তু এ লাঠি এমনই মর্ম্মস্থলে বাজিয়াছিল যে, হিন্দুগণ আপনা হইতেই চাঁদাতে সহি করিয়া প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করিতে উদ্যত! প্রধান প্রধান সংবাদপত্র "হা সতীধর্ম্ম কোথায় গেলি" বলিয়া ইংরাজি বাঙ্গালা সুরে রোদন করিয়া "ওরে চাঁদা দে" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শেষটা কি হইয়াছে জানি না, কেননা দেশী সংবাদপত্রপাঠ সুখে আমরা ইচ্ছাক্রমে বঞ্চিত। কিন্তু যাহাই হউক যাঁহারা এই বিচারে অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে একটি কথা আমাদিগের জিজ্ঞাস্য আছে। স্বীকার করি অসতী স্ত্রীর বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াই উচিত, তাহা হইলে অসতীত্ব পাপ বড় শাসিত থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বিধান হইলে ভাল হয় না? যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ করিয়াছে। সে ও বিষয়াধিকারে অক্ষম হইবে। বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগকে সতী করিতে চাও,—সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সৎপথে রাখিতে চাও না কেন? ধর্ম্মভ্রষ্টা স্ত্রী বিষয় পাইবে না, ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষ বিষয় পাইবে কেন? ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষ—যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, যে মদ্যপায়ী, যে কৃতঘ্ন, সে সকলেই বিষয় পাইবে, কেননা সে পুরুষ; কেবল অসতী বিষয় পাইবে না,

কেননা সে স্ত্রী! ইহা যদি ধর্ম্মশাস্ত্র, তবে অধর্ম্মশাস্ত্র কি? ইহা যদি আইন, তবে বেআইন কি? এই আইন রক্ষার্থ চাঁদা তোলা যদি দেশবাৎসল্য, তবে মহাপাতক কেমন তর?

("সাম্য।")

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৮৭৯

"That the re-marriage of widows in Vedic times was a national custom can be easily established by a variety of proofs and arguments; the very fact of the Sanskrit language having, from ancient times, such words as "Didhishu", a man that has married a widow, "Parapurva", a woman that has taken a second husband, and "Paunarbhava", a son of a woman by her second husband, are enough to establish it."

Dr. Rajendra Lall Mittra's.
Indo-Aryans. Vol. II. P. 155.

Early marriage and child-marriage were still unknown in the epic period. Widow-marriage was not only not prohibited, but there is distinct sanction for it; and the rites which the widow had to perform before she entered into the married life again, are distinctly laid down.

As caste was still a pliable institution, men belonging to one caste not unoften married widows of another, and Brahmans married widows of other castes without any scruple.

"And when a woman has had ten former husbands, not Brahmans, if a Brahman then marries her, it is he alone who is her husband."

(Atharva Veda V. 17. 8.)
Romesh Ch. Dutt.
(Ancient India.) P. 184.

Widows were not prohibited from marrying again in the Pauranic age.

Ramesh Ch. Dutt.,
(Ancient India.) P. 784.

Vedas—

It remains only to allude to one more remarkable verse of the 18th. hymn which distinctly sanctions the marriage of widows.

"Rise up, woman, thou art lying by one whose life is gone ; come come to the world of the living away from thy husband, and become the wife of him who grasps thy hand, and is willing to marry thee." (x. 18. 8)

Dr. Rajendra Lall Mitra's
Indo-Aryans, Vol. II, P. 123.

Smriti—

*Manu* is indignant against widow marriage......... But neverthless we are told of husbands of re-married women ( III. 166 ) and of sons of re-married widows ( III. 155, 181. IX 169, 175, 176 ) virgin widows were expressly permitted to remarry ( IX. 69 ) such a widow is worthy to perform with her second husband the nuptial ceremony ( IX 69, 176. )

*Gautam* and *Vasista* recognise sons of widows.

## ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ২৬ জুলাই।

ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের জারীকরা নীচের লিখিত আইন ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত রাইট অনরেবল গবর্ণর—জেনেরল বাহাদুর ইংরাজী ১৮৫৬ সালের ২৫ জুলাই তারিখে মঞ্জুর করেন তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে ইহাতে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইংরাজি ১৮৫৬ সাল ১৫ আইন।

হিন্দু বিধবাদের বিবাহের আইন ঘটিত সকল বাধা রহিত করিবার আইন।

[ হেতুবাদ। ]

কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত ও শাসিত দেশের মধ্যে স্থাপিত দেওয়ানী আদালতে আইনের কার্য্য যেরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে তদনুসারে কোন কোন স্থল ছাড়া, হিন্দু বিধবারা একবার বিবাহ হওয়া প্রযুক্ত দ্বিতীয়বার আইনসিদ্ধ বিবাহ সম্বন্ধ করিতে অপারক জ্ঞান হয়, আর ঐ বিধবাদের কোন বিবাহ হইলে যে সন্তানাদি জন্মে তাহারা জারজ ও সম্পত্তির অধিকার করিতে অপারক জ্ঞান হয়, এই কথা সকলেই জানে। আর আইন ঘটিত সেই আরোপিত অক্ষমতা পূর্ব্বস্থাপিত রীত্যনুযায়ী হইয়াও হিন্দুধর্ম্মের বিধির প্রকৃত অর্থানুযায়ী নহে, অনেক হিন্দুলোক এইরূপ জ্ঞান করিয়া ইচ্ছা করিয়াছে যে, যে হিন্দুরা আপনাদের বিবেকসিদ্ধ বিচারমতে অন্য রীতিক্রমে কর্ম্ম করিতে মনস্থ করিতে পারে তাহাদের বাধা বিচার আদালতের দেওয়ানী আইনমতে কার্য্য নির্ব্বাহ দ্বারা আর না হয়। আর সেই সকল হিন্দুলোক আইন ঘটিত এই যে অক্ষমতার বিষয়ে আন্দাজ করে তাহা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করা ন্যায্য বটে। আর হিন্দু বিধবাদের বিবাহের আইনঘটিত সকল বাধা রহিত হইলে সুনীতি ও সাধারণের মঙ্গল বৃদ্ধির সম্ভাবনা। এই এই হেতুতে নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

[ হিন্দু বিধবাদের বিবাহ আইন সিদ্ধ করা গেল। ]

১ ধারা। স্ত্রীর পূর্ব্ব বিবাহ হওয়া প্রযুক্ত, কিম্বা বিবাহ হওন কালে যে মৃত আছে এমত অন্য ব্যক্তির সঙ্গে পূর্ব্বে বাগ্দান হইয়াছিল এই প্রযুক্ত হিন্দুদের মধ্যে কোন বিবাহ সম্বন্ধ অসিদ্ধ হইবেক না ও সেইরূপ বিবাহ হইলে যে সন্তানাদি জন্মে তাহারা জারজ

হইবেক না, কোন রীতি ও শাস্ত্রের যে কোন অর্থ করা যায় তাহা ইহার বিরুদ্ধ হইলেও হইবেক না। ইতি।

[ মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার যে স্বত্ব হয় তাহা তাহার বিবাহেতে রহিত হইবেক। ]

২ ধারা। কোন বিধবার মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে ভরণ পোষণার্থে কিম্বা তাহার স্বামীর কি স্বামী পুত্র পৌত্রাদি উত্তরাধিকারীদের উত্তরাধিকারিত্বক্রমে, কিম্বা যে উইলক্রমে তাহাকে বিবাহ করণের স্পষ্ট অনুমতি না হইয়া সেই সম্পত্তিতে কেবল নিয়ম নির্দ্ধারিত সম্পর্ক দেওয়া যায় কিন্তু তাহা হস্তান্তর করিবার কোন ক্ষমতা দেওয়া যায় নাই এমন কোন উইল কি উইলের লিখিত আদেশক্রমে ঐ বিধবার যে সকল স্বত্ব ও সম্পর্ক থাকে তাহা তাহার বিবাহ হইলে তৎকালে মৃতা হইবার ন্যায় রহিত ও সমাপ্ত হইবে। ও তাহার মৃত স্বামীর তৎপরের উত্তরাধিকারীরা কিম্বা স্ত্রীর মরণে অন্য যে ব্যক্তিদের ঐ সম্পত্তিতে অধিকার থাকিত তাহারা সেই পুনর্ব্বিবাহ কালে সম্পত্তির অধিকারী হইবেক ইতি।

[ বিধবার বিবাহ হইলে তাহার মৃত স্বামীর সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণ। ]

৩ ধারা। হিন্দু বিধবার বিবাহ হইলে যদি তাহার মৃত স্বামীর উইলক্রমে কি উইলের লিখিত কোন আদেশক্রমে ঐ বিধবাকে কি অন্য ব্যক্তিকে আপন সন্তানাদির রক্ষক স্বরূপে স্পষ্টরূপে নিযুক্ত না করা যায় তবে মৃত স্বামীর পিতা কি পিতামহ কিম্বা মাতা কি মাতামহী কিম্বা মৃত স্বামীর কোন পুরুষ কুটুম্ব, মৃত স্বামীর মৃত্যুকালে যে স্থানে বাস ছিল সেই স্থানে দেওয়ানী মোকদ্দমা প্রথম শুনিবার

যে অতি উচ্চ আদালতের এলাকা থাকে সেই আদালতে, দরখাস্ত করিতে পারিবে যে উক্ত সন্তানাদির রক্ষক স্বরূপে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যায়। তাহাতে উক্ত আদালত উচিত বোধ করিলে সেইরূপ রক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারিবে না। আর সেই রক্ষক নিযুক্ত হইলে ঐ সন্তানাদির নাবালক কাল পর্য্যন্ত তাহাদের মাতার পরিবর্ত্তে তাহাদের কোন কাহার রক্ষকতা ও তত্ত্বাবধারণের কার্য্য করিতে সেই রক্ষকের অধিকার থাকিবে। আর সেইরূপ নিয়োগ করণেতে ঐ আদালত পিতৃমাতৃহীন বালকদের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ের যে যে আইন ও বিধি চলন আছে তদনুসারে সাধ্যমতে কার্য্য করিবেন। পরন্তু যদি সেই সন্তানাদির নাবালককাল পর্য্যন্ত তাহাদের ভরণপোষণ ও উচিতমতে শিক্ষা দেওনের জন্যে তাহাদের নিজের প্রচুর সম্পত্তি না থাকে তবে সেইরূপ কোন নিয়োগ মাতার সম্মতি বিনা অন্য প্রকারে করা যাইবেক না কিন্তু যদি ঐ প্রস্তাবিত রক্ষক ঐ সন্তানাদির নাবালককাল পর্য্যন্ত তাহাদের ভরণপোষণের ও উচিত মতের শিক্ষা দেওনের জামিন দিয়া থাকে তবে নিযুক্ত হইতে পারিবেক ইতি।

[ এই আইনের কোন কথাতে সন্তানহীনা কোন বিধবা অধিকার করিতে ক্ষমতাপন্না হইবেক না। )

৪ ধারা। কোন ব্যক্তি কিছু সম্পত্তি রাখিয়া মরিলে তাহার মরণ সময়ে যে বিধবা সন্তানহীনা আছে সে যদি সন্তানহীনা হওয়া প্রযুক্ত এই আইন জারি হইবার পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তি অধিকার করিতে অক্ষম হইত তবে এই আইনের কোন কথাতে ঐ সম্পত্তির সমুদয় কি কোন অংশ অধিকার করিতে ক্ষম হয় তাহার এমত অর্থ করিতে হইবেক না। ইতি।

[ পূর্ব্বোক্ত তিন ধারার বিধানে স্থলছাড়া বিবাহকারিণী বিধবাদের স্বত্ব রক্ষা। ]

৫ ধারা। ইহার পূর্ব্বের তিন ধারাতে যে যে বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে বিধবার বিবাহ হওন প্রযুক্ত তাহার কোন সম্পত্তির হানি হইবেক না কিম্বা বিবাহ না করিলে তাহার যে কোন স্বত্বের অধিকার হইত তাহা লোপ হইবেক না। আর যে প্রত্যেক বিধবার বিবাহ হইয়াছে সেই বিবাহ তাহার প্রথম বিবাহ হইলে তাহার উত্তরাধিকারিত্বের যে স্বত্ব হইত স্বত্ব থাকিবেক ইতি।

[ যে সকল ক্রিয়াদিতে এইক্ষণে বিবাহ সিদ্ধ হয় বিধবাবিবাহের কালে সেই সকল ক্রিয়াদির সেই ফল হইবেক। ]

৬ ধারা। যে হিন্দু স্ত্রীর পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই তাহার বিবাহ কালে যে যে ক্রিয়াদি সম্পাদন কি যে যে নিয়ম করণ ঐ বিবাহ সিদ্ধ হইবার জন্যে প্রচুর হয় সেই সকল কথা প্রভৃতি হিন্দু বিধবার বিবাহকালে কহা গেলে কি সম্পাদন হইলে কি করা গেলে তাহার সেই ফল হইবেক, আর ঐ কথা কি ক্রিয়াদি কি নিয়ম বিধবার প্রতি লাগে না বলিয়া কোন বিবাহ অসিদ্ধ কহা যাইবেক না। ইতি।

[ নাবালক বিধবার বিবাহ হইবার অনুমতি। এই ধারার বিপরীতে বিবাহের সহকারীতা করিবার দণ্ড। সেই বিবাহের ফল। বর্জ্জিত বিধি। ]

৭ ধারা। যে বিধবার বিবাহ হইবে সে যদি নাবালক হয় ও সংসর্গিকা না হয় তবে তাহার পিতার অনুমতি বিনা কিম্বা পিতা

না থাকিলে পিতামহের কি পিতামহ না থাকিলে মাতার কি ইহাদের মধ্যে কেহ না থাকিলে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কি ভ্রাতা না থাকিলে অতি নিকট পুরুষ কুটুম্বের অনুমতি বিনা তাহার দ্বিতীয় বিবাহ হইবেক না। যে সকল লোক জানিয়া শুনিয়া এই ধারার বিধানের বিপরীতে বিবাহের সহকারী হয় তাহারা এক বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইবার কিম্বা জরিমানা দিবার কিম্বা ঐ উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক। আর এই ধারার বিধানের বিপরীতে যে সকল বিবাহ হয় তাহা আইনের আদালত অসিদ্ধ করিতে পারিবেন। পরন্তু এই ধারার বিধানের বিপরীতে হওয়া বিবাহের সিদ্ধতার বিষয়ে কোন বিবাদ হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অনুমতি পাওয়া যায় নাই ইহার প্রমাণ যাবৎ না হয় তাবৎ অনুমতি পাওয়া গিয়াছিল জ্ঞান হইবেক আর সংসর্গ হইলে পর সেই প্রকারের কোন বিবাহ অসিদ্ধ কহা যাইবেক না। বিধবা পূর্ণ বয়স্কা হইলে কিম্বা তাহার পূর্ব্ব বিবাহে স্বামিভুক্তা হইলে সেই বিধবা আপনি সম্মতা হইলে তাহা তাহার পুনর্ব্বিবাহ আইনসিদ্ধ ও স্থির করিবার প্রচুর অনুমতি হইবেক। ইতি

(Sd) ডবলিউ মর্গান। কৌন্সেলের ক্লার্ক।

(Sd.) JOHN ROBINSON,
Bengalee Translator.

সমাপ্ত।